নাচ

(প্রহসন ।)

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।

সুর-সংযোজক
শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচি

কলিকাতা,
৪২ নং বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ
"রূপেওয়ার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীনারায়ণচন্দ্র হাজরা দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯।

মূল্য।৴০ চারি আনা মাত্র।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।



পুরুষগণ

গোবরা (ওরফে বোকা—হাবা) ...	সন্তোষপুরের দরিদ্র কৃষকপুত্র।
ছোটবাবু	সন্তোষপুরের সম্পন্ন ব্যক্তি।
কুণ্ডুদাদা	কলিকাতার কৃপণ ধনী।
উত্তম দত্ত	টাকা ধারের উমেদার।
পদ্মনস্কর	খ্যামার পিতা।
নটবর সরকার	কলিকাতার প্রকাশ্য থিয়েটারের ম্যানেজার।
লছমন দাস	ধনী মাড়ওয়ারী।

ছদ্ম-বৃদ্ধ-বেশী বিধাতাপুরুষ, নব্য-বঙ্গ-বেশী নারদ, পুলিশ ইন্সপেক্টর, কনষ্টেবল, কুণ্ডুদাদার পুত্র, পুরোহিত, ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

খ্যামা, গোবরার মা, খ্যামার মা, অপ্সরাগণ, গ্রাম্যবালিকাগণ, বাউলনীগণ, নব্যতন্ত্রের বৈষ্ণবীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[পরিস্থান।]

অপ্সরাগণ।

গীত।

জীবনের প্রবল টানে—তরঙ্গের তালে-
নাচে সকলে—
সারি সারি নর নারী
অই, আপন আপন খেয়ালে॥
কেবল নাচ—কেবল নাচ—
নতুন ছাঁচ—নতুন ধাঁচ—
তার আরাম বিরাম নাই—অবিরাম—
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে॥

ও নাচ বিধেতার দত্ত,
তাই দুনিয়া উন্মত্ত—
আছে দু'চার জনের খোদার ওপর
খোদকারী সত্ত্ব ;—
তারা নাচের ওপর নাচাচ্চে লোক
জড়িয়ে গলা জোয়ালে—
সে নাচ করে অবাক, লাগায় গো তাক্,
নাই সোম ফাঁক তার কোন কালে ॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—o—

[ছোটবাবুর বাটীর সম্মুখ।]

ছোটবাবু ও গোবরা।

গো। ছোট্ট বাবু! তোমার হাতে ও কিসের মসলা?

ছো। মসলা নয়রে গোবরা! ওষুধ।

গো। তাতো ঠিকই—বেশ তো! কিসের ওষুধ গা বাবু?

ছো। জ্বর থিকারের ওষুধ। দেখিছিস গোবরা! এই এক রত্তি ওষুধের দাম ১০৲ টাকা। বড্ড দামী ওষুধ—এর নাম হচ্চে মৃগনাভি—

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। খুব দামী ওষুধ। ও কি দিয়ে তৈয়ের করে বাবু! ওতে মিষ্টি দেয়? আমার ছোট বাবু, মিষ্টি বড্ড ভাল লাগে।

ছো। হ্যাঁরে গোবরা! তোর সঙ্গে নাকি নস্করদের মেয়ে খ্যামার সঙ্গে বের সম্বন্ধ হয়ে আছে? মেয়েটী বেশ! তোর বে কত্তে ইচ্ছে করে?

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। খ্যামাকে তো বে কত্তে ইচ্ছে করেই?

ছো। খ্যামার বাপ যে বড় মানুষ জামাই করবে বলেছে। তুই বড় মানুষ না হলে তো তোর সঙ্গে তার মেয়ের বে দেবে না। তুই কি করে বড় মানুষ হবি?

গো। আপনা আপনি বড় মানুষ হব।—গোঁফ বেরুলেই বড় মানুষ হব। তামাক খেতে শিখলেই বড় হব।

ছো। ওরে মানুষ বড় নয়।—বড় মানুষ—টাকা-ওলা মানুষ। তুই টাকা পাবি কোথায়? টাকা না হলে তো তোর সঙ্গে খ্যামার বাপ খ্যামার বে দেবেনা।

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। টাকা হবে ছোট বাবু! আপনা আপনি হবে।—ফর্সা কাপড় পল্লেই হবে গাড়ী-ঘোড়া চড়লেই হবে।

ছো। টাকা কথন আপনা আপনি হয় কি? দূর বোকা!

গো। যে ও কথা বলে সে বোকা—তার সাত পুরুষ বোকা—তার যে যেথানে আছে বোকা—তার পিসি বোকা—তার—তার—বউ বোকা—তার—তাত ঠিকই বেশতো—মা কালী আছেন—কালীঘাটের কুকুর হবে—বল না—পরকে বলা এমন নয়—আচ্ছা, তোমায় দেখে নোব—তবে না বলি কি?

[প্রস্থানোদ্যম

ছো। এই গোবরা! গোবরা! শোন—ওরে শোন! তুই 'বোকা' বল্লে এত চটে যাস? তাতো জানতুম না—শোন্।

গো। কেন গা? কিসে বোকা গা? দেখ না—আমাকে দেখ না—আমার মুখ, চোখ, নাক, কাণ, চুল, কোনটা বোকা—আমাকে দেখিয়ে দাও দেখি? তবে না বলি কি? আমার কোন কথায় রাগ হয় না—বোকা বল্লে আমার ভারি রাগ হয়।

ছো। বটে? তবে তোকে 'বোকা' 'হাবা' বলে তোর মা ডাকে কেন?

গো। (রোদনস্বরে) মাকে যোমরায় ডেকেছে তাই বলে—মাকে নে যাবার জন্যে যম দূত এসেছে তাই বলে। তাত ঠিকই—বেশতো। আমি হাবা—আমি এই চেঁচিয়ে কথা কচ্ছি—এই চেঁচিয়ে কথা কচ্ছি—শুনতে পাচ্চ না—বুঝতে পাচ্চ না? আমি হাবা—আমার কোন্ খানটা হাবা? যে বলে সে হাবা—তার যে যেখানে আছে হাবা।

[প্রস্থানোদ্যম।

ছো। শোন্ শোন্—গোবরা শোন্! আচ্ছা এ সব কথা ছেড়েদে।—তা খ্যামাকে বে কর্‌বার কি কচ্ছিস্ বল্—টাকা পাবি কোথায়?

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো।—টাকা তো কোথায় পাবই!

ছো। তুই যদি এক কাজ কত্তে পারিস্ তা'হলে দুদিনে বড় মানুষ হোতে পার্‌বি?

গো। কি ছোট বাবু! বল তো।

ছো। যদি বলি—তা'হলে তো তুই বড় মানুষ হবি—খ্যামাকে বে কর্‌বি—আমার কি হবে—আমাকে কি দিবি?

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। খ্যামাকে, তোমাতে আমাতে দু'জনেই বে করবো!

ছো। তাই ভাল—তুই বে ক'রে আমাকে দিস্।—তা তোকে বড় মানুষ হবার একটা ফিকির বলি শোন। দু'দিনেই অনেক টাকা হবে। এই দেখলিতো, আমার হাতে এই টুকু ওষুধের দাম দশ টাকা। এই ওষুধ তোর যদি অনেক থাকে, তা'হলেইতো তা' বেচে তুই বড় মানুষ হতে পারবি।

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। তা হলেইতো বড় মানুষ হব—তামাক খাব—গোঁফ বেরুবে—খ্যামাকে বে করব—তোমায় দেবো।

ছো। শোন।—তুই এই মৃগনাভির চাষ কর।—মৃগনাভির অনেক গাছ পোত।—এক একটা গাছে যদি আধ সের করে মৃগনাভি জন্মায়—তা'হলে তোর টাকা খায় কে? তা'হলে শুধু খ্যামা কেন—খ্যামার যে যেখানে আছে সকলকেই বে কত্তে পারবি।—খ্যামার বাবাকে বে কত্তে পারবি?

গো। খ্যামার বাবা—পদ্ম নস্করকেও বে করব? তাত ঠিকই—বেশতো।

ছো। মৃগনাভির বিচি পোত্।—তা'হলেই গাছ হবে। ঠিক ধান গাছের মত গাছ—কলাগাছের মত পাতা—মূলোর মত ফল, সেই ফলের ভেতর যত বিচি—সব মৃগনাভি।

গো। আমাদের তো জমী নেই—কোথায় চাস করব ছোট বাবু!

ছো। জমীতে মৃগনাভির গাছ জন্মায় না—ঘাসের উপর নইলে মৃগনাভির গাছ হয় না। তুই যদি কলকেতায়

যেতে পারিস—সেথানে সব কোটাবাড়ি—সেই কোটা বাড়ীর ছাতের ওপর মৃগনাভির একটা বিচি ছড়ালে একশো গাছ হবে।

গো। তাতো, ঠিকই—বেশতো। কলকেতায়তো যাবই। তা ওর বিচি কোথায় পাব?

ছো। অভাব কি? কুমড়ো বিচি মাটীতে ছড়ালেই কুমড়োগাছ হয়—ঘাসের ওপর ছড়ালেই মৃগনাভির গাছ হয়।

গো। কুমড়ো বিচি? তার অভাব কি? চল্লুম ছোট বাবু।

ছো। কোথায়?

গো। কলকেতায়। আমি বড় মানুষ হয়ে আসবই—আসবই—আসবই—থ্যামাকে বে করবই—করবই—করবই।

ছো। বে করে আমাকে দিবি নি?

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। তোমাকে তো দোবই—যে চাইবে তারে দোব—বড় মানুষের আবার ভাবনা?

ছো। তা একবার থ্যামার সঙ্গে দেখা করে যা—তাকে বলে যা—সে যেন আর কাকেও বে না করে।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো।—তাকেতো বলে যাবই—বলব বড় মানুষ হব—তাকে বে করব—তামাক থাব।

ছো। আর আমাকে থ্যামাকে দিবি—তা বলবিনি?

গো। তাতো বলবই—সব্বাইকে দোব—বড় মানুষ তার আর ভাবনা কি?

ছো। তবে কলকেতা যাবি—নিশ্চয়? কলকেতায় কোথায় যাবি—কি করে যাবি?

গো। কেন—তামাক থাব—আর যাব। বড় মানুষ—তার আর ভাবনা কি? চল্লুম।

[প্রস্থান

ছো। ওরে গোবরা! বোকা! শোন্

(নেপথ্য হইতে)

গো। যে বলে সে বোকা—তার পিসি বোকা—মেসো বোকা—মা বোকা—যে যেখানে আছে বোকা—আমাকে যে বোকা বল্লে সে কালীঘাটের কুকুর হয়—তারিকেশ্বরের মোহন্ত হয়—বদ্দিনাথের ষাঁড় হয়—কাশীর বাঙ্গালীটোলা হয়—হাঁ—যে আমারে বলে বোকা—আমি তারি বোকা—

[প্রস্থান।

ছো। ছোঁড়াটা পাগল বটে—কিন্তু বড্ড ভাল মানুষ। চল্লো বড় মানুষ হতে—ও বড় মানুষ হবে—আর সূয্যি রাত্রে উঠবে—এ দুইই এক।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[পুকুরপাড়।]

গ্রাম্যবালিকাগণ ও খ্যামা।

গীত।

পুকুর ঘাটে বসে আছি সব জলে ডুবিয়ে পা—,
সূয্যি মামা বসলে পাটে ধুতে নাব্ব গা।

উঠ্‌লে চাঁদ—ফুট্‌লে বকুল ফুল—
কুড়ুব রাশি রাশি—দ্যাখন্‌হাসির ডুবিয়ে দোব চুল—
হাস্‌বও কুল্‌ কুল্‌;
(কতক) ছুঁড়ে মার্‌ব চাঁদের গায়ে—
(কেমন) মজা হবেনা লা?
(কতক্‌) বর এলে পর পরবে ব'লে
মনের মতন গাঁথব মালা ॥

(গোবরার প্রবেশ।)

গো। খ্যামা—খ্যামা—

১ বা। কেনরে গোবরা! কেনরে বোকা!

গো। যে আমাকে বোকা বলে তার সাত আনি সাত পুরুষ বোকা। তবে না বলি কি?

২ বা। না না গোবরা! কি বল? দ্যাখন্‌হাসি! তোর ভাই বর এয়েছে—ডাকছে অই শোন্‌।

খ্যা। যাঃ।

গো। দ্যাখ খ্যামা! আমি কলকেতায় চল্লুম। বড্ড তাড়াতাড়ি—দুদণ্ড ফুরসৎ নেই যে কথা কই। সেখানে গে মৃগনাভির চাষ কত্তে হবে—তার পর মৃগনাভি হলে—তা' বিক্রী করে, বড় মানুষ হয়ে, দেশে এসে, তোমায় বে কর্ব্ব। খ্যামা! বড় মানুষ হয়ে কলকেতা থেকে আসবার সময় তোমার জন্যে কি আনব বল। তুমি কি ভালবাস?

৩ বা। আমাদের জন্যে কিছু আন্‌বে না? তবে আমরা বলি—

(সকলে একস্বরে)

গোবরা বোকা কচি খোকা
তেঁতুল-গাছে বাস
গোবরা হাবা থাবা থাবা
খায় বিচিলি ঘাস।

গো। (উচ্চৈঃস্বরে) তার বাপ হাবা—তার মা হাবা—তার ভাই হাবা—তার বোন হাবা—হুঁ—আমাকে রাগালে—এমন কথা নয়—হাঁ—তবে না বলি কি! বোকা—বোকা—তার বাপ বোকা—তার বাপ বোকা—তার বাপ খোকা—

৪ বা। বল্, আমাদের জন্যেও আন্‌বি—

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। আনবই তো। খ্যামা! তোমার জন্য কি আনব বল। বড় মানুষ হয়ে আসব—যা ইচ্ছে তাই আনতে পার্‌ব—তুমি কি ভালবাস বল।

খ্যা। জিলিপি।

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। জিলিপি তো আনবই।

(পদ্মনস্করের প্রবেশ।)

প। কি আনবিরে গোবরা?

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। পদ্ম খুড়ো! আমি কলকেতায় যাচ্ছি। সেথায় গিয়ে মৃগনাভির চাষ কর্‌ব—বড় মানুষ হব—গোঁফ বেরুবে—তামাক খাব—ফিরে এসে খ্যামাকে বে কর্‌ব—এই বলে চল্লুম—হাঁ।

প। মৃগনাভির চাষ কর্‌বি; তা'হলেতো দুদিনে বড় মানুষ হবি!

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। বড় মানুষতো হবই—তামাকতো খাবই—খ্যামাকেতো বে কর্‌বই।

(গোবরার মার প্রবেশ।)

গো-মা। খ্যামাকে তো বে কর্‌বি—খাওয়াবি কি?

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। জিলিপি খাওয়াব। কলকেতায় যাব, মৃগনাভির চাষ কর্‌ব, বড় মানুষ হব, তামাক খাব, গোঁফ বেরুবে, খ্যামাকে এসে বে কর্‌ব, জিলিপি খাওয়াব, তবে না বলি কি?

গো-মা। ওমা মৃগনাভি কি রে? ওর চেয়ে ছোট বাবুদের চাষে গিয়ে ভর্ত্তি হ—যে খেতে পাবি।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। ছোট বাবুই তো বলে দিলে—মৃগনাভির চাষ কর্‌বো, বড় মানুষ হব—তামাক খাব, গোঁফ বেরুবে।

গো-মা। ওমা মৃগনাভি কিরে, বাবা! ধান কলাইয়ের চাষে যানা, জোন খাট না।

গো। 'মৃগনাভি' জান না? তার চাষ হয়, বড় মানুষ হয়, তামাক খায়। দেখবে যখন বড় মানুষ হয়ে ফিরে আসব, খ্যামাকে বে কর্‌ব, তামাক খাব, তবে না বলি কি।

গো-মা। তা হবে অখন, এখন খাবি আয়।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। চল, খেয়ে উঠেই কলকেতা যাব। ছোট বাবু বল্লে এত বড় মানুষ হব, যে খ্যামাকেও বে কত্তে পার্‌ব—পদ্মকাকা! তোমাকেও বে কত্তে পার্‌ব—ছোট বাবুতে আমাতে দুজনে বে কত্তে পার্‌ব। তাতো ঠিকই—

বেশতো। চল্ মা! খেয়ে নিয়ে কলকেতায় যাব। খ্যামার জন্যে জিলিপি আনব।

[মা ও ছেলের প্রস্থান।

প। পাগলইবা কেমন করে বলব—চাল চুলতো সব পাগলের মত নয়! বড্ড বোকা, বড্ড সাদাসিদে, ছোকরা চিরকাল দুঃখু পাবে। খ্যামা! তোরা বাড়ি আসবিনি?

খ্যা। যাচ্ছি বাবা! তোমার পেছু পেছু যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

গ্রাম্যবালিকাগণের গীত।

দ্যাখন্‌হাসির বে হবে সব উলু উলু বল্—
বর খুড় কি ক'নে বড়—(ওই) ক'নের বাজে মল!
টোপর মাথায়—চেলির জোড়া—
ছাঁদ্‌লাতলায় ফচ্‌কে ছোঁড়া
কান মল্‌ব—গান বল্‌ব যতেক ছুঁড়ীর দল—
পেট পূরে সব খাব্বি যদি তো পা চালিয়ে চল!!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[কলিকাতা—কুণ্ডুদাদার বৈঠকখানা।]

কুণ্ডুদাদা ও উত্তম দত্ত।

কু। উত্তম! তোমার সুমুখে তাদের আগোগেড়া জুতুব। আমি বাড়ী নেই—কার হুকুমে তারা তোমাকে আমার বাড়ী

থেকে তাড়ায়, একবার বুঝে নোব। আমি থাকৃতে আমার বাড়ীতে হুকুম চালানো? তুমি বোস, তোমার স্মুখে তাঁদের ডাকিয়ে আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি—কার বাবার হুকুমে—আমি বাড়ী নেই—আমাকে না বলে—তারা তোমাকে তাড়ায়।

উ। আজ্ঞে তাঁদের উপর রাগ কর্‌বেন না; তাঁরা বালক—আপনার মত দয়া, আপনার মত বুদ্ধি, এখনও তাঁদের পৌঁছেচে কি?

কু। হলেই বা বালক—হলেই বা আমার ছেলে—এত বড় হ্যামাত? আমি বাড়ী নেই—আমার অবর্ত্তমানে তোমাকে তাড়ায়?

উ। তাড়ান নি—তবে আমি বল্লুম যে একটা টাকার আমার বিশেষ দরকার, তাতে তাঁরা আমাকে বল্লেন, যে টাকা ফাকা হবে না—এখন আপনি যান।

কু। বটে! এখন আপনি যান!! তোরা ছুঁচোরা করে—আমি বাড়ী নেই, আমার বাড়ী থেকে লোক তাড়াস? উত্তম! তুমি বোস। সে ব্যাটারা কেউ বাড়ী নেই। বাড়ী এলে, তোমার স্মুখে তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করব, তবে আমার নাম।

উ। আজ্ঞে! আপনার অসীম দয়া। আমি কালই আবার টাকা আপনার পরিশোধ করে যাব। তাঁরা শিশু, তাঁদের আর কিছু বোলবেন না। আপনি কতদূর গেছলেন?

কু। ঐ ও পাড়ার নফর পালের কাছে। গোটাকতক টাকা পাব, তা দেবার আর নাম করে না। আমাকে বলে কিছু সুদ ছাড়্‌তে! দেখ, ব্যাটা কি ছোটলোক আর কেপ্পন।

উ। ওরা পুরুষানুক্রমে ছোট লোক আর কিপ্টে—কে না জানে বলুন?

কু। যা বলেছ। ক'টা টাকাই বা সুদ দিলেন যে বলেন ছাড়, তাই ভাবি। হাজার টাকা ধার নেয়—সুদে আসলে সাত হাজার দাঁড়িয়েছিল—তার এক পয়সা এ পর্য্যন্ত উপুড় হস্ত করেন্‌নি—কেবল নিমতলা ষ্ট্রীটের বাড়ী খানা আমাকে ঐ দাবীতে খোস কবলায় ৬০০০৲ টাকায় বিক্রি করেছে মাত্র। তা'হলে সাত হাজারের অন্দুরে বাকী থাকে ১ হাজার—সেই এক হাজার, মাসে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাব সুদে—গত চার বছরে দাঁড়িয়েছে মোটে ৩৫০০৲ তিন হাজার পাঁচ শ টাকা। এর ভেতর থেকে বলেন কিনা সুদ ছাড়! গায়ে কি মানবের চামড়া নেই গা!—এ রকম কথা মানুষের মুখ দে বেরোয়্যে তো!

উ। সুমুখে বল্লে খোসামোদ কচ্ছি ভাব্বেন। কিন্তু ভাবুন দেখি, আপনার মত লোক ক'জন দুনিয়ায় আছে? গরীবের ওপর আপনার মত দয়া কার? একটী টাকা ধার কত্তে এসে ফিরে যাচ্ছিলুম, আদ্যেক পথ থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনলেন, ভগবান আপনার মঙ্গল কর্‌বেন!

কু। ঐ একটা কথা—আশ্চর্য্য দেখ, আমি বাড়ি নেই—তোমাকে কি না আমার ছেলে ব্যাটারা তাড়িয়ে দিয়েছে! এ বাড়ী কার রে ব্যাটাচ্ছেলেরা! আমার হুকুম না নিয়ে তোরা লোক তাড়াস্! তাড়াতে ফেরাতে তো আমি। হ্যাঁ! আমি যদি বলতুম তুমি যাও, তা হলে তোমায় যেতেই হত।

উ। আমারি বাবাকে যেতে হত। আপনি যাও বল্লে

আমার পিতামহকে যেতে হয়, আমিতো তুচ্ছ। আপনার মত দাতা— খরচে—।

কু। খরচের কথা কোয়ো না উত্তম, খরচের কথা কয়ো না! ধনে প্রাণে গেলুম। এক বেলা খাওয়া, চার পয়সার মাছ আনাজ আসে, টুকু টুকু কত্তে কুলোয় না। গিন্নি বল্লেন. হাত টান কর। আরে, করি কোত্থেকে? পুরুষানুক্রমে যার দরাজ হাত, সে কি ইচ্ছে কল্লেই হাতটান কত্তে পারে?

উ। আপনার হাত টান করা কি সহজ কথা? তবে আমি বলি এই, খেয়ে ফতুর হওয়াও তো কিছু নয়। নয় দিন কতক আদা-আদি করেই দেখুন না।

কু। পারিনা হে। আবার চিরকাল ভাল জিনিসটী খাওয়া অভ্যেস—মুখে মাচটী না হলে ওঠে না, ধাত যে খারাপ হয়ে গেছে। ছেলেরা সব লাট সাহেব। ভেবে দেখ, আমরা ছেলেবেলায় শরষে ফোড়ন দেওয়া সাঁতলান আমানী রোজ খেতুম, ভাততো মাসে তিন চার দিন হতভো ঢের, তাতেই আমাদের কি শরীর ছেল! আমানী সহজ পোষ্টাই ভেবো না,—রীতিমত ভাত না খেয়ে, রোজ যদি আমানী খাওয়া যায়, তো রোগ শোক সব নষ্ট হয়।

উ। হয় না! এই ডি গুপ্তদের ওষুধে যে এত লোক ভাল হচ্ছে, সে ওষুধ কি?—নিছক আমানী, তাতে দুফোঁটা চিরেতা মেশানো। আমানীর চেয়ে উপকারী আর কিছু আছে? দিন কতক বাড়ীতে রান্না বন্ধ করেই নয় দেখুন না। আমানীই সুরু করান না।

কু। মাস কতক ধরে ঐ কথাটা ভাবছি বটে। ভেবে দেখ

ভাত ব্যান্নে কোন উপকার নেই, বরং অপকার আছে ঢের। আজ অম্বল, কাল পেটের অসুখ, কাল জ্বর, কাল পড়েগে গতর গুঁড়ো হয়ে যাওয়া, সব ঐ পোড়া ভাত রাঁন্নেনের ফের।

উ। সমস্ত। পয়সা খরচ করে অসুখ ডেকে আনা।

কু। পয়সা খরচ করে অসুখ ডেকে আনা।

(গোবরার প্রবেশ।)

গো। দণ্ডবৎ বাবু!

কু। আর, এই ভিখিরী! পোড়া ভিখিরীর উৎপাতে কলকেতার বাঁসা উঠুতে হল, দেখ, ঘরের ভেতর পর্য্যন্ত তেড়ে ঢুকেছে

গো। বাবু! আমি ভিখিরী নই, আমি গোবরা। তোমার বাড়ীতে মৃগনাভির চাষ কর্‌ব বলে এসেছি। কাল কিছু খাইনি, ভাত দিতে বল। কোথা খেতে বস্‌ব?

কু। অ উত্তম—এ ছোঁড়াটা পাগল হে! (সহাস্যে) মৃগনাভির চাষ কত্তে চায়, আমার বাড়ীতে ভাত খেতে চায়!

উ। তা আর বলচেন? বদ্ধ পাগল। ঠিক—তা না হলে, আপনার বাড়ীতে আপনার সুমুখে ভাত খেতে চায়?

কু। (উত্তমের প্রতি জনান্তিকে) দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমার একটা মতলব আছে। এমনি একটা পাগলা ছাগলা ছোঁড়া পেলে চাকরের মতন করে রাখি। মাইনে কাইনে না চায়, পেটভাতায় থাকে—দাঁড়াও। (গোবরার প্রতি) তোমার বাড়ী কোথায় হে? তুমি আমার বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম কর্‌বে—থাক্‌বে।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। কাজ কর্ম্মতো করবই। কেন করব না? তাতে বড় মানুষ হব তো?

কু। সে আর আমি মুখ ফুটে কি বলব বল—অই উত্তমকে জিজ্ঞাসা কর। হুঁ, আমার বাড়ীতে এক বছর যে কাটিয়েছে, সে কোটা বালাখানা করে নিয়েছে।

উ। এমন কি একজন, কত শত জন। (কুণ্ডু দাদার প্রতি) যদি দয়া করেন তো উঠি, বেলা হয়ে যাচ্ছে। কাল সন্ধ্যে বেলা আবার নিশ্চয় দিয়ে যাব।

কু। আরে—বোস—বোস—আমার সে ছোঁড়া ব্যাটাদের যে কেউ একজন আসুক, তাদের তোমার সুমুখে উত্তম শিক্ষে দিই—তার পর উঠো। (গোবরার প্রতি) এই বাসন কোসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছেনা পাড়া, গঙ্গাজল তোলা, মোট বওয়া, ছেলে ধরা, গরুর জাব দেওয়া, বিচিলি কাটা, ঘুঁটে দেওয়া, এই সব খুচরো কাজ—তা নইলে আমার বাড়ীতে ভারি কাজ কিছুই নেই। তুমি জোয়ান ছোকরা, এ কটা কাজতো পারবেই।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। পারবইতো।

কু। আর আপনার জনের মতন থাকবে, খাবে দাবে, পরবে—তা তোমার দেশ থেকে তোমার পরবার কাপড় আসে ভালই—নইলে যা দস্তুর আছে—আমি ফি বছর এক খানা করে কাপড় দোব। এমন বরাবর, যতদিন থাকবে। আমার কথার নড়চড় নেই—কি বল হে উত্তম!

উ। কারও বাপের সাধ্যি নেই, সে কথা আপনাকে বলে।

কু। খাওয়া দাওয়া—তা অন্য বাড়ীর মত নয়।

ঐ বেলা—আবার কখন সে—ই ওবেলা হবে, তবে। আমার বাড়ী—আজকাল—আজকাল—আজকাল—এখন চাকরী আর কোথা পাবে বল !

গো। তাতো ঠিকই বেশতো—কোথায় পাবইতো।

কু। তবে যাও—ঐ দিকে বাড়ীর ভেতর। গিন্নি ঠাকরুণকে বলগে কোথায় বিচিলি থাকে দেখিয়ে দেবে অখন। কাহনটাক বিচিলি কেটে—গরু কটার জাব দে—গঙ্গা জল এনে জালাটা বোঝাই কর। তার পর, পোড়া তিন খানা কড়া আছে মেজে—একটু জল টল খাও। অনেক দূর হেঁটে এসেছ—এখন আর বেশী কাজ করা চলে কি, না কেউ তোমাকে কত্তে বলবে ? আমার কাছে পক্ষপাতী পাবেনা।

গো। তাত ঠিকই—বেশতো। কেন করবনা ?

[অন্দরে প্রস্থান।

(কুণ্ডুদাদার পুত্রের প্রবেশ।)

কু। (পুত্রের প্রতি) এই যে এসেছ ? আমি তোমাকে খুঁজছিলুম। আমি বাড়ী নেই, আমার অবর্ত্তমানে, আমার হুকুম না নিয়ে, তুমি ছুঁচো, আমার বাড়ীর কে যে উত্তমকে তাড়িয়ে দাও ?

পু। আজ্ঞে, আমি তাড়াইনিতো।

উ। আজ্ঞে, উনি বালক, ওঁর এখন কতটুকু জ্ঞান হয়েছে ! কালে, বড় হলে, আপনার পুত্র আপনার মতই উদার চরিত্র হবেন।

কু। না না, উত্তম ! তুমি বোঝ না। পাঁচে যা পঞ্চাশে তা।

তোমার বাবাকেলে বাড়ী, যে তাড়াও ? রাস্কেল ! ফের যদি আমার হুকুম ব্যতিরেকে কোন লোককে তাড়াও তো জুতিয়ে তোমাকে তক্তা করব। এইবার আমি হুকুম দিচ্ছি তাড়াও, বল, উত্তম বাবু ! এখন বাবা হুকুম দিচ্চেন, তুমি যেতে পার। বল—

পু। উত্তম বাবু ! এখন বাবা হুকুম দিচ্চেন, তুমি যেতে পার।

কু। হাঁ উত্তম ! এখন আমি বলচি, তুমি যাও। আমার হুকুম না নিয়ে তোমায় তাড়িয়েছিল, বলে পাছে মনে দুঃখ কর, তাই তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলুম। কেমন আর দুঃখ নেই ? (পুত্রের প্রতি) চল, এখন বাড়ার ভেতর চল।

উ। ওমা সে কি—আমাকে টাকাটা দিলেন না ? এই এত বেলা এইখেনে বসিয়ে রাখলেন, এখন আমি টাকা পাব কোথা ?

কু। টাকা পাবার অভাব কি ? যেখানে যাবে, সেই খানে পাবে। আমি সে কথা ভাবছিনা; ভাবচি আমার ছেলে ব্যাটারা কি বেয়াড়া হয়ে উঠেছে—আমার বাড়ী, আমাকে না বলে তোমাকে তাড়িয়েছিল ? এখন আমি নিজে তোমায় যেতে বল্লুম, আমার মনেও আক্ষেপ রইল না, তোমার মনেও আক্ষেপ রইল না।

[পুত্র ও পিতার প্রস্থান।

উ। বাঃ বাঃ ! এ এক নতুন ব্যাপার দেখলুম বাবা ! হায় হায় হায়—এই একঘণ্টা কাল ব্যাটাচ্ছেলে মিথ্যা খোসামোদ করিয়েনিলে ? ধন্যি আমার বরাত !

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—o—

[বিডন স্কোয়ার।]

নব্যতন্ত্রের বৈষ্ণবীগণ।

গীত।

ত্রেতাতে অযোধ্যা ছিল, দ্বাপরে গোকুল ;
কলিতে নাই কলিকাতার তীর্থ সমতুল।
তখন ছিল একটী কৃষ্ণ সার—
এখন, প্রতি কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণ হাজার হাজার,
অবতীর্ণ বইতে ধরার ভার ;
এখন, গোপ গোপীকার গুন্তিতে হয় শুভঙ্করের বাপের ভুল।
রাস্তায় দুধারে দেখ হরি-ভক্ত পরীকুল !!
আমরা হাল আমলের ভাই !
সব প্রভুরই কাছাকাছী—বাছাবাছী নাই !
কালা পাইতো বুকে বসাই, গোরা পাইতো তাই !
পিরীতের বরফ-জলে গলে আছি ফুটিয়ে হৃদয়-পদ্ম-ফুল !
কালা গোরা মনোচোরা উভয় চাঁদই অনুকুল !!

(পটক্ষেপণ।).

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[পথ।]

বাউলনীগণ।

গীত।

যদি টাকা দাও শ্যাম রাশি রাশি
তবেই তোমায় ভালবাসি—
আরাধনা করি মনো-মন্দিরে ;
তবেই হরি বংশীধারি ভাসতে পারি ভাবের নীরে !!
যদি সকালে পাই পেস্তা বাদাম আঙুর বেদানা,
মিছরি মাখম—হল একটু চিনিতে ছানা—
দুপুরে ঘিভাত—সাঁঝে বিলাতি খানা—
দিব্য দেহে—সুস্থ শরীরে—
তবেই হরি বংশীধারি ভাসতে পারি ভাবের নীরে !!
(যদি আমার) গোঁৎ শত্তুর কর জব্দ,
পাওনাদারদের কর স্তব্ধ,
করি হরি-হরি শব্দ—ঘরে বাহিরে
তবেই হরি বংশীধারি ভাসতে পারি ভাবের নীরে !!

যদি মনের মত নিধি একটী পাই—
যার কেউ কোথাও নাই—কড়াক্রান্ত পাই—
আমারই সিন্দুকে বোঝাই ;—
মাইরি বলছি তোমার দিব্বি
তবেই ছরি বংশীধারি ভাসতে পারি ভাবের নীরে !!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[কুণ্ডুদাদার বাড়ীর অন্দর।]

কুণ্ডুদাদা ও গোবরা।

কু-দা। মাইনে কি রে? মাইনে কি বলিস্? এই তিন বছর আমার বাড়ীতে আছিস, তোর পেছনে আমার কত পড়েছে জানিস্? শুনলে অবাক হবি। এই শোন—৩৬০ দিনে হয় এক বছর, তা হ'লে তিন বছরে হয় ১০৮০ দিন। এই ১০৮০ দিন রোজ—পিত্যহ—আমার বাড়ীতে একবেলা করে খেয়েছিস। বোঝ্—বুঝে দেখ্—আমার কি সর্ব্বনাশ করেছিস, আমার কত ভাত তোর অই রাক্ষুসে পেটের ভেতর সেঁদিয়েছে। আহা! সে ভাত থাকলে আজ আমার অভাব কি? তা'হলে আজ আমার ভাত খায় কে? ওরে সর্ব্বনেশে! এ সর্ব্বনাশ করেও কি তোর মন ওঠেনি? আবার মাইনে কিরে?,, বোকা হাবা দেখে তোকে রেখেছিলুম—কে তোর চোখ ফোটালে রে!

গো। যে বোকা বলে সে বোকা, তার সাতানি সাত পুরুষ

বোকা—তার মাসী বোকা—হাঁ—তবে না বলি কি ? আমাকে মাইনে দাও, বাবু ! আমি বাড়ী যাব—তামাক খাব—খ্যামাকে বে করব—ছোট বাবুকে দোব—

কু-দা । ফের বলে মাইনে দাও,—ওরে আবাগে ও কথা ভোল্ ।

গো । আমায় মাইনে দাও—আমি এখনই বাড়ী যাব ।

কু-দা । বাড়ী যানা বাবা—তা গোলযোগ কচ্চিস্ কেন ? চেঁচাস্‌নি, আমার অসুখ শরীর—কাণে লাগে ।

গো । (উচ্চৈঃস্বরে) আমার মাইনে দাও বাবু ।—পাশের বাড়ীর চাকর হরে বল্লে, সে মাসে মাসে মাইনে পায়—বল্লে, সবাই মাইনে পায়, আমাকে মাইনে দাও বাবু !

কু-দা । ওরে ! সেই হরে শালা আমার সর্ব্বনাশ করেছে । তার তেরাত্রি কাটবে না—তেরাত্রি কাটবে না,—তুই দেখে নিস্ । ওরে মাইনে এমন জিনিস নয়—নিলে তেরাত্রি কাটে না, কারও কখন কাটেনি—তুই নিলে, তোরও কাট্‌বে না । ও বাবা ! কাজে যা—আমার দেহ ভাল নয়—আমাকে বকাস্ নি ।

গো । (ক্রন্দনস্বরে) আমার মাইনে দাও, বাবু !

কু-দা । আঃ—আর যে তোকে বোঝাতে পারি না রে । ও বাড়ির হরে যে মাইনে পায়—সে ও বাড়ীর বাবুর সঙ্গে নষ্ট বলে—তুই মাইনে চাস্ কি দাবীতে রে বাপু !

গো । (বৰ্দ্ধিত ক্রন্দনস্বরে) আমার মাইনে দাও বাবু ! আমি দেশে যাব ।

কু-দা । ওরে বাবা ! দুটো কাজ এক সঙ্গে কত্তে গেলে, একটাও হবে না, স্থির জানিস্ । একটা একটা করে কর । দেশে যাবি—আগে দেশেই যা ।—তার পরের কথা পরে ।

গো। (বৰ্দ্ধিতস্বরে) আমার মাইনে দাও গো বাবু ! (বসিয়া) আমার মাইনে দাও গো বাবু ! আমি দেশে যাব— তামাক খাব।

কু-দা। তামাক এক ছিলিম খাবি, তা খানা—আমার এই এত ভাত ওই গৰ্ত্তে দিলি তা যদি বুক বেঁধে সহ্যি কত্তে পেরে থাকি, তার ওপর এক ছিলিম তামাক খাবি, তাও সহ্য কত্তে পারব। তাই খানা বাবা—খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে দেশে যাত্রা কর।

গো। (বৰ্দ্ধিতস্বরে) আমার মাইনে দাও বাবু ! আমার মাইনে দাও।

কু-দা। ও পোড়া মাথায় একবার যা ঢুকবে, তা বার করা শিবের অসাধ্যি। ও ন্যাকা হাবা ব্যাটাদের দোষই ঐ।

গো। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) হাবা হাবা করে, যে হাবা তার বাবা—হাঁ, তবে না বলি কি ? আমায় মাইনে দাও বলছি।

কু। ও বাবা ! হুম্‌কে হুম্‌কে আসিস্ কেন রে—মারবি নাকি ? ওরে গোবরা ! আমার দেহ ভাল নয়।—হাত পা ছুঁড়সনি বাবা ! (স্বগতঃ) কি শনির দৃষ্টিই আমার যাচ্চে— ব্যাটার মাথায় যখন মাইনের কথা ঢুকেছে, তখন ও কিছুতেই ছাড়বে না। বরং এই বেলা অল্পে অল্পে যদি হয়, তার ব্যবস্থা করি। ভগবান ! সময় হলে তো যাবই—কিন্তু বাবা ! ও বাড়ীর হরে চাকরের খাটে ওঠবার পর, যেন সময় হয়। তা'হলে সুস্থ মনে, তোমায় ডাকতে ডাকতে মত্তে পারব। (প্রকাশ্যে) নে বাবা নে ! আব্দার যখন নিয়িচিস নে। আমার তো খরচের অবধি নেই—নে। (চক্ষু বুজিয়া) এই নে, প্রথম বছরের মাইনে এই এক সিকি।—উঃ ! বুকের ভেতর ফেটে গেল।

দ্বিতীয় বছরের মাইনে এই এক সিকি। মা গো! এ দুঃসময়ে যদি তুমি বেঁচে থাকতে তো তোমার কোলে একটু বিশ্রাম ক'রে বাঁচতুম। এই নে, তৃতীয় বছরের মাইনে, এই এক সিকি। বেরো ব্যাটা! আমার সাম্নে থেকে বেরো। চোখ চায়বার আগে বেরো। চোখ চেয়ে যেন তোর মুখ আমায় না দেখতে হয়। তুই যা করে গেলি, কেউ তা এ বাড়ীতে কত্তে পারেনি। বেরো—শালা—বেরো।

গো। তাত ঠিকই—বেশতো—শালাইতো—বেরুচ্চিইতো। বড় মানুষ হব, দেশে যাব, তামাক খাব।

[প্রস্থান।

কু। (বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত) উঃ! বুক যে যায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[লালবাজার চৌরাস্তা।]

একদিক দিয়া চোগা চাপকান পরিহিত নব্য-বঙ্গ-বেশী নারদের প্রবেশ, ও অন্যদিক দিয়া ছদ্ম-বৃদ্ধ-বেশী বিধাতা পুরুষের প্রবেশ।

না। (বিধাতা পুরুষকে pass করিয়া যাইতে যাইতে নিরীক্ষণ করিয়া) Hallo! Who is it? ঠাকুর? আপনি? কলকেতায়? Twentieth centuryর প্রারম্ভে?

বি। কে বাপু তুমি ?

না। নারদ—Your humble servant. আমাকে ঠাওর পাচ্ছেন না ?

বি। (নারদকে নিরীক্ষণ করিয়া) নারদ ?—আমাদের সেই নারদ ?

না। সেই নারদ নয়তো আবার কোন্ নারদ ? আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না ? How very funny !

বি। কেমন করে চিন্‌তে পারব নারদ ! তোমার আকৃতির যে অনেক বিকৃতি দেখতে পাচ্ছি। তোমার সে তুষার-শুভ্র কেশদাম নাই, তোমার সে গঙ্গাজল-শুভ্র অম্বর নাই, তোমার সে সুমধুর বীণাযন্ত্র নাই !

না। চুপ করুন—চুপ করুন—ফস্ করে কে শুনতে পাবে। তা হলেই সর্ব্বনাশ !

বি। কেন বাপু ! কারোই তো ধার করে খাইনি।

না। দেশ কাল পাত্র ভাবুন। কোথায় দাঁড়িয়ে কথা কচ্চেন ভাবুন। সুমুখে এ বাড়ি কি জানেন ?—Police Court—সর্ব্বনেশে জায়গা—Pearson সাহেব—

বি। নারদ ! এতদিন তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি কেন ? এখানেই বা কেন—এ বেশই বা কেন ?

না। এক পাশে আসুন বলছি। আমি কলকেত্তায় অনেক দিন আছি—messing with some very good people in Bowbazaar.

বি। শেষ গুগুলো কি বল্লে বাপু ! বুঝতে পারলুম না তো।

না। বল্‌ছি। বছর কতক হল মর্ত্ত্যে বেড়াতে এসে

ভারতবর্ষের Capital কল্‌কেতা দেখতে আসি। এসে, বড় ইংরাজী শিখতে ইচ্ছে হয়। কারণ, শুনলুম আপনার গুণানুগান এখন ইংরাজীতে যেমন চলছে, বাংলা সংস্কৃতে তেমন সুবিধে হয় না। শুনলেম কেবল Annie Besant, Swami Abhoyanandaর অনুগ্রহে আর্য্য সন্তানগণ ভ্যাকটী কর্ম্ম যোগা অনেকটা আয়ত্ত করেছে। শুনলেম, শিশির ঘোষের Lord Gouranga যে না পড়েছে, তার জন্ম গ্রহণ বৃথা, filtered ভগবৎ প্রেমের তার ভাগ্যে আস্বাদন হল না। জানেন, আমি চিরদিন আপনার একান্ত ভক্ত—শুনেই ইচ্ছে হল আপনাকে ইংরাজীতে ভালবাসতে। ছদ্ম যুবকবেশে সুরেন্দ্রবাবুর ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে—আর ইস্কুলের off hoursএ রেণল্ডস্ পড়ে—দুদিনেই ইংরাজী শিখে ফেল্লুম। Grand! আপনাকে বলব কি—Grand! আমার ইচ্ছে, আপনিও ইংরাজীটা শেখেন।

শিব। এই প্রাচীন বয়সে আর কি মেধা বা অন্য শক্তি আছে নারদ, যে আমি শিখব!

না। There is the rule! আমিও তা ভেবেছিলুম। এমন language জন্মায় না—what is Sanskrit by its side straw—mere straw। বেসাণ্টের অভয়ানন্দের lecture শুনলুম—charmed হলুম। মুসলমানী বাইজীর মুখে বাংলা গানের বাঁকা বাঁকা কথার মত, মেম সাহেবদের মুখে বাঁকা বাঁকা, কারমা, কৃষণা, ইওগা, জীনমা ইত্যাদি—সে এক চমৎকার ব্যাপার! শিশির ঘোষের Lord Gouranga পড়লুম। ইংরাজী কেত্তণ পড়ে চখে জল রাখতে পাল্লুম না—চৈতন্যদেব স্বপ্নেও ভাবেননি এমন সুমধুর বিলিতী সঙ্গীতে

তাঁর খোল খত্তাল জগতে একদিন বেজে উঠবে। By the way, ব্যাপার কি ? আবার কি অবতার না কি ?

বি। না নারদ! অবতার নয়। আমিও একটু দরকারে হেথায় এসিছি, দরকার ফুরুলেই যাব।

না। বড় risky কাজ করেছেন। খুব সাবধান, এখানে আপনার চারদিকে শত্রু। আপনি জানেন না, আজকাল science যাকে আপনারা বিজ্ঞান বলেন, আপনার কি প্রবল অরি। পূর্ব্বের রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বৃত্রাসুরের চেয়ে, এখনকার Dr. Sirkar, Professor Bose & Roy, Father L'font কোন অংশে আপনার ভিন্ন শ্রেণীর অরি নয়, I might say even more powerful than they were, and better equipped. ডাক্তার সরকার এখন বয়েস আর ডাএবিটিস হওয়ার দরুণ শুনিছি নিজের জন্যে এদানী একজন ভগবান সৃষ্টি করে তাঁর আরাধনা করেন বটে—কিন্তু সে অনেকটা শিশির বাবুর Lordএর মত, ইজের পরা, নামাবলী গায়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় সোলার হ্যাট, গায়ে Science Associationএর গন্ধ। তাই বলছি, খুব হুঁসিয়ার হয়ে যে ক'দিন আছেন, কলকেতায় থাকবেন। Identityর আপনার least disclosure একেবারে wild fireএর মত spread করবে—খবরের কাগজে কলম কলম article বেরোবে—তার গুতোয় আপনি পালাবার পথ পাবেন না।

বি। আচ্ছা নারদ! যত শীঘ্র পারি যাব।—তুমি কি এইখেনেই জমী কিনেছ, না আমাদের উদিকে আবার ফিরবে ?

না। Oh! I am enjoying life so much here !

Really, এখানে বরাবর থাকব কি ফিরব সে বিষয় একবারও ভাবিনি। How do you like the city? কি চমৎকার বলুন দেখি। আমি বড় busy, নইলে আপনাকে সঙ্গে করেনে সহর দেখাতে পাত্তুম। যে ক'দিন থাকবেন, আমি যা বলে দিই, কর্‌বেন। সুরেন্দ্র বাবুর lectureটা কোথাও একবার শুনবেন, দেখবেন eloquence লোককে কতদূর সজীব আর শক্তি-মান ক'রে তোলে। যদিও সুরেন্দ্র বাবু হারাঙ্গেরী প্রায় আমার বয়সী হয়ে পড়েছেন—তত্রাচ। আপনি চিরকাল কবিতা-প্রিয়—দুই একখানা রবিবাবুর কাব্য পড়ে দেখবেন। যখন পড়বেন "বাঁশরী বাজাতে চাই—বাঁশরী বাজিল কই"—তখন দেখবেন চণ্ডীদাস পাতালের ভেতর ডুবছে।

বি। এত সুন্দর কাব্য—নারদ! তুমি যাবার সময় দু' একখানা কিনে নে যেও তো—এত সুন্দর!

না। ভারি সুন্দর! তার Secret কি জানেন? রবিবাবুর চণ্ডীদাসের মত চরিত্রদোষ নেই, আর দুই একজন আধুনিকা স্ত্রী-কবির কাব্যও পড়বেন।

বি। স্ত্রী-কবি কি নারদ?

না। কল্‌কেতায় ঘরে ঘরে এখন স্ত্রীলোকে কবিতা লেখে। আগেকার স্ত্রীলোকদের মত ১৫।১৬ বৎসর বয়সে গর্ভবতী হওয়ার পরিবর্ত্তে এখন তারা কবিতাবতী হয়। একদিন Electric Tramway চড়বেন, আর দু' একখানা বাংলা খবরের কাগজ পড়বেন।

বি। কেন—খবরের কাগজ পড়ে কি হবে?

না। আগে আপনাদের সকলের ধারণা ছিল—আমা

অপেক্ষা কলহ-প্রিয় আর কেউ জন্মায়নি। বাংলা খবরের কাগজ পড়লে সে ভ্রম দূর হবে। আর যাবার আগে একদিন বাংলা থিয়েটার দেখে যাবেন। দেখ্বেন, আশ্চর্য্য ব্যাপার! আপনার মাথা ঘুরে যাবে। এ আপনার সেকেলে সে তেঁএটে নাটককার "ভবভূতি" নয়—আর তাঁর কটকটে নাটক, "উত্তর রাম চরিত" নয়, আর সেই সেকেলে ভৌতিক অভিনয়ও নয়। এখন সব করকরে,—গরগরে—থরথরে—এখন Actress নিয়ে প্লে। হাঁ, Talking of the Theatre, একটা কথা বলে যাই, কিছু মনে কর্বেন না, আপনার ভালর জন্যেই বল্‌ছি—কল্‌কেতা বড় বদ জায়গা, চার দিকে temptation, খুব সাবধান হয়ে থাক্বেন, কোন দলে মিশবেন না, একবার প্রলোভনের ঘুর্ণাপাকে পড়লে তলিয়ে যাবেন, কোন দিকে কুলকিনারা পাবেন না, খুব সাবধান।

বি। আচ্ছা নারদ! তা তুমি কি আর গান টান গাও না?

না। গাই বই কি, তবে আগেকার সে Savage music নয়। আলিবর্দ্দি খাঁর দু'জন আপিন খোর বংশধরকে ওস্তাদ রেখেছি, প্রায় খান ৫০।৬০ সরি এর মধ্যে মেরে নিইছি। যদি উদিকে এর ভেতর যাওয়া হয় তো শোনাব।

বি। তোমার সে বীণা আছে, না গঙ্গায় ফেলে দিয়েছ?

না। Oh! my বীণা is not in vogue now. বাঁজ কিনিছি। তবে চল্লুম, প্রণাম কত্তে পাল্লুম না, কিছু মনে কর্‌বেন না। Your humblest servant. My kindest regards for Alma mater!

[নারদের প্রস্থান।

বি। এত তপস্যার অগ্নি, সাধনার শক্তি, বোধ হয় কোন অভিশাপে নারদের মোহান্ধকারে লীন হয়েছে। নারদ ইংরাজী-নবিশ বাঙ্গালী বাবু দাঁড়িয়েছে। ফেরবার পর এর প্রতিকার কত্তে হবে। আহা! আমার প্রধান ভক্ত নারদ!

(গোবরার প্রবেশ।)

বি। ওহে বাপু! ওহে বাপু! শোন।

গো। কি গা—শিগ্‌গির বল। আমি বড় মানুষ হইছি, বাড়ী যাচ্চি।

বি। কেমন করে বড় মানুষ হলে?

গো। তিন বছর চাকরী করিছি—তিন বছরের মাইনে পেইছি—এই দেথ, তিন সিকি।

বি। বাপু! তুমি যুবা পুরুষ, তোমার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, আমি বৃদ্ধ, শক্তিহীন, দরিদ্র, আমাকে ও সিকি তিনটী দেবে? তোমার তো অভাব হবে না, আবার কত রোজগার করবে।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। তোমাকে তো দেবোই। (তিনটী সিকি প্রদান করিয়া) আমি আবার কত রোজগার করব। হরে বলে দিছল কেঁদে বাবুর কাছ থেকে মাইনে আদায় কত্তে, তাই আদায় করিছি। আবার কত কেঁদে আদায় করব, থ্যামাকে বে করব, বড় মানুষ হব, তামাক খাব।

[প্রস্থানোদ্যম।

বি। (কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি বেহালা বাহির করিয়া) বাপু! দেখ, তুমি বড় ভাল মানুষ। আমাকে

তোমার তিন বছরের মাইনে সিকি তিনটী দিলে—আমিও তোমাকে এই বেহালা খানি দিচ্চি, নাও—রাজিও। আমি বুড়ো হইছি—আর ছড়ি টান্‌তে পারি না। এ বেহালা খানির অসাধারণ একটী গুণ আছে—যে এর বাজনা শুনবে, সেই নাচবে—যতলোক শুনবে, ততলোক নাচবে—যতক্ষণ বাজাবে, ততক্ষণ নাচবে। এখানি নাও—বাজিও। (বিধাতৃ পুরুষের অন্তঃর্ধান)

গো। (বেহালা লইয়া) তাতো ঠিকই—বেশতো। বাজাবইতো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[লালদীঘির অভ্যন্তর।]

বৃক্ষমূলে টাকার ছুইটা বড় তোড়া লইয়া লছমন দাস উপবিষ্ট—সম্মুখে ভৃত্য দণ্ডায়মান।

ল। স্বর্ণময়ীকা চকমে তোম ধরমদাস বাবুকো গদ্দিমে যাকে ইয়ে পুর্জি দেখলাও। হম্‌ং বেঙ্কমে রুপেয়া জমা দে্‌কর হাম লওটেগা।

ভৃ। ও রুপেয়া আপকো সাত হ্যম বেঙ্কমে পঁহুছায়কে—তব যানা আচ্ছা। দো হাজার রুপেয়াকো দো তোড়া—বহুত ভার—আপকো কোম্মরমে বড় দরদ—

ল। নেহি জি, তোম্ ধরম দাস বাবুকো পাশ যাও; হুঁইকো কাম বহুত জরুরী। কোম্মরমে দরদ—উসমে কেয়া? বেহ্ক ইয়ে বগিজ—দো হাজার কো তোড়া লে যানে নেহি শেখেগা? কেয়া, কোম্মরমে থোড়া দরদ ইয়ে স্বভাবসে। (হাসিয়া) তোম যাও জি—হাম বাংলাকো বাবু লোগকো মাফিক আমীর নেহি হ্যায়। ইয়ে হাতমে দো ক্রোর রূপেয়া কামায়া, আব্বি তক ছাতু খানে গররাজি নেহি। তোমি যাও—

ভৃ। যো হুকুম।

[অভিবাদন করিয়া প্রস্থান।

(বেহালা হস্তে গোবরার প্রবেশ ও কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন।)

গো। তাত' ঠিকই—বেশতো। ছাঁচি পান খাব—ব্যায়লা বাজাব—(বেহালা বাদন, লছমন দাসের শরীরে কম্পন, ক্রমে উত্থান ও নৃত্য—বেহালার প্রবল বাদনে—লছমন দাসের প্রবল নৃত্য—বেহালার মৃদু বাদনে নৃত্যের গতি মৃদু)

ল। (নাচিতে নাচিতে) আরে—এ কেয়া হ্যায়। কেয়া, হাম নাচওয়ালী বন গিয়া? নাচতা কাহে—বাউরা হুয়া! কেয়া তামাসা—(বেহালার প্রবল বাদন—মাড়ওয়ারির প্রবল নৃত্য) কেয়া তামাসা। ঐ ছোকরাকো—ওহো—কোম্মরমে দরদ—কোম্মরমে দরদ—ওহো—জান জাতা—জান গিয়া—নাচনে শেখতা নাই—কোম্মরমে দরদ। (গোবরার উদ্দেশে) উয়ে ছোকরা, এই বাবু—সবুর কর—সবুর কর—কোম্মরমে দরদ—সবুর কর ভাই—(কোমর ধরিয়া) মর

গিয়া - মর গিয়া—থামো—থামো—এই শুনো তোমকো রূপেয়া দেগা—দশ রূপেয়া—বিশ রূপেয়া—একশ রূপেয়া—দেগা—সবুর কর।

গো। (বাদনে নিবৃত্ত হইয়া) তাতো ঠিকই—বেশতো। টাকাতো দেবেই। বড় মানুষ হব—ছাঁচি পান খাব—ব্যায়লা বাজাব। টাকা দাওনা বাবু!

ল। চুপ সয়তান! হামকো একদম মারি ডালা। কোম্মর লেকে হাম বয়েঠনে সেক্তা নেই। উঃ এত্তা দরদ লাগা। রূপেয়া দেগা—তোমকো যুক্তি দেগা, তোম সবুর কর।

গো। কি বলচ! আবার নাচবে? তাতো ঠিকই—বেশতো আবার নাচ না—তুমি বেশ নাচ (বেহালা বাদন, মাড়ওয়ারীর নৃত্য আরম্ভ।)

ল। ফিন্ কাহে রে? ফিন কাহেরে—কোম্মরমে দরদ—এই সবুর—সবুর। (প্রবল বাদন—প্রবল নৃত্য) মারোগে—হামকো মারোগে?—ইয়ে ভগবান! মাপ কর—সবুর কর। রোপেয়া লেও—দোশো পানশো—হাজার লেও—সবুর কর। ইয়ে ভগবানজি! মরনে বয়ঠা—ইয়ে লেড়কাকো হাতমে জান যানে বয়ঠা! সবুর কর—দুষমন! দো হাজারকো দো তোড়া লে লেও—লেও। বাবু কোম্মর ব্যথা কচ্চেন—তুমি টাকা নাও—থাম—সমস্ত টাকা নাও—দো হাজার টাকা নাও—হামি কিছু বলবেন না—বাজনা থামুন। বাবু! টাকার তোড়া নাও—দোঠো তোড়া নাও—বাজনা থামুন।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। বাজনাতো থামাবই—টাকার তোড়াতো নোবোই—পান তামাকতো খাবোই—বড়

মানুষতো হবই—থাপ্পাকে বে তো কর্‌বই। তুমি বাবু বেশ নাচ—আবার নাচ্‌বে ?—নাচ (বাদনোপক্রম)।

ল। (সত্রাসে) সবুর! সবুর! দুসমন! সবুর!

গো। আচ্ছা—তবে—তবে যাই।

[টাকার তোড়া দু'টা লইয়া প্রস্থান।

ল। এই রোপেয়া কাঁহা লে যাও? দো হাজারকো তোড়া লেকে কাঁহা ভাগতা রে!—এ কেয়া থিল্লীকা বাত? (কোমর ধরিয়া অতি কষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে) পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা! চৌট্টা ভাগতা—রোপেয়া লেকে ভাগতা—পাকৃড়ো—পাকৃড়ো—দোহাজার রোপেয়া লেকে ভাগতা। পাকৃড়ো।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[লালবাজার পুলিস।]

পুলিস ইন্‌স্পেক্টর ও কনষ্টেবল।

পু। লেড়কা হ্যায়? কেত্তা উমের হোগা?

ক। জাস্তি উমের নেই হোগা সাব।

পু। Well, an addition to the number in the Alipur Reformatory.! যেস্কা রূপেয়া ও পঁহুছা?

ক। আবি পঁহুছা। উস্কো কোম্মরমে কেয়া দরদ হুয়া, বহুত তক্লিবমে থাড়া হোনে সেক্‌তা।

পু। ফরিয়াদী আসামী ও দুনোইকো হিঁই লেয়াও।

ক। যো হুকুম গরীপ্‌পা !

[প্রস্থান।

(গোবরাকে সঙ্গে লইয়া পুনঃপ্রবেশ, পশ্চাতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লছমন দাসের প্রবেশ ও সাহেবকে অভিবাদন।)

পু। (লছমন দাসের প্রতি) তোমরা রূপেয়া ?

ল। হাঁ হুজুর—হামারা রোপেয়া—দো হাজার রোপেয়া—দো থলিয়ামে।

পু। কিস্তরে চোরি হুয়া ?

ল। খোদাবন্দ ! হাম ঝুট নেহি বোলেগা। রোপেয়া হাম হংকং বেঙ্কমে লে যাতে রহা। বহুত ধুপকো ওভাব লালদিঘীকা ভিতর কেয়া ঠাণ্ডামে থোড়া বয়ঠা, বয়েঠকে নিঁদ গিয়া। ইয়ে বখত অই চোট্টাকা বাচ্ছা আকে বেমালুম দো হাজারকো দো তোড়া লেকে ভাগা। উঠকে রোপেয়া মিলা নেই—হাম একদম অজবুক বন গিয়া, পাহারাওয়ালা বোলায়া, উনলোক এ কুত্তাকো পাকড়া।

পু। (গোবরার প্রতি) একদম বড়া আদমী হোনে বয়ঠা ?

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। বেয়ালা বাজাবইতো।

ল। (স্বগতঃ) ইয়ে ভগবানজী ! ফিন শালা ও কেয়া বোলতা। (প্রকাশ্যে) খোদাবন্দ ! উস্কো ও বেয়ালাঠো পহিলে লে লিজিয়ে, নেহিতো বহুত দিক করেগা। (গোবরার বেহালার ছড়ি টানিবার উপক্রম—মাড়ওয়ারীর সশঙ্ক অবস্থা) হুজুর

হুজুর ! উস্কো মানা কিজিয়ে—মানা কিজিয়ে—ও বেয়ালা ফিন বাজানেসে মর্ যাংতা—মানা কিজিয়ে হুজুর ! (সাহেবের হাত ধরিয়া, সোদ্বেগে ও উচ্চৈঃস্বরে) অই বাজাতা—মর যাগা—হামারা কোম্মর একদম টুট গিয়া—মানা কিজিয়ে—

পু। (হস্ত ছাড়াইয়া) কেয়া তোম বাউরা হ্যায় ? এখা চীল্লাতে কেঁও ?

ল। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) হাম বাউরা নেহি হ্যায়। সব বোলেগা—হাল বোলেগা। পয়লা মানা কিজিয়ে।

পু। (গোবরার প্রতি) এই চুপ ! Violin বাজাইওনা (স্বগত) It seems there is something at the bottom (মাড়ওয়ারীর প্রতি) কেয়া ? বোলো।

ল। কেয়া বোলেগা হুজুর, ও ছোকরা শয়তানকো বাচ্ছা ! ও বেয়ালা বাজানেশে হাম লোক, সবকই নাচে গা—নাচ করেগা !

পু। কেয়া ? কেয়া করে গা ?

ল। নাচেগা, হুজুর ! হাম নাচেগা, আপবি নাচেগা—সব কই নাচেগা—নাচকে নাচকে জান ছুট্ যাগা। আউর নাচনেসে হাম মর্ যাগা—জীয়েগা নেই। হামারা কোম্মর একদম টুট গিয়া।

পু। What ! We shall all be dancing if he should play on the thing ! Is that you mean ?

ল। সব কই নাচেগা—নাচকে নাচকে দম ছুটেগা !

পু। Nonsense ! তোমরা আক্কেল ছুট গিয়া, জান ছুটা নেই।

ল। নেই হুজুর! হাম্ নাচ বোল্তা। নাচকে নাচকে সব কই হায়রান হোগা। হাম কেয়া দো' ঘণ্টা নাচনে রহ্গা। হামকো কোমর একদম দো-আধ্ধা হো গিয়া।

পু। (গোবরার প্রতি) আচ্ছা! এই বাজাওতো—দেখে।

ল। (পুলিসের পায়ে ধরিয়া) মাফ কি জিয়ে বাব—মেহেরবাণী কিজিয়ে! হাম দোহাজার রুপেয়া নেহি লেনে মাংতা—ও শয়তানকো লেনে দেও—হাম্ নেহি নালিশ করে গা—হামকো ছুট্টি দিজিয়ে।

[প্রস্থানোদ্যম।

পু। মৎ যাও—মৎ য়াও।

ল। (মাড়ওয়ারীর পথ আট্কাইয়া) কাঁহা যাতা হুগর বাবুসাব। সবুর কর।

পু। I am confirmed in my suspicions. There must be something in it which I must find out! (গোবরার প্রতি) তোমার ঐ বেহালা বাজাও।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। ব্যায়লাতো বাজাবই। (মৃদুগতিতে বেহালা বাদন।)

ল। হায় ভগবান! জান লিয়া ঠাকুর! (কোমর ধরিয়া কষ্টে নৃত্য-আরম্ভ।) (পুলিস ইন্স্পেক্টর ও কনষ্টেবলের নৃত্যারম্ভ।)

পু। What! I am feeling something in me! a sort of impulse! what is it? Hallo! these chaps are all dancing! এই কনষ্টেবল—কেয়া করতা—হামারা সামনামে? Don't be impertinent! what is this? It seems I am dancing too! See't. actually dancing? How funny! (প্রবল বাদন—প্রবল নৃত্য।)

ল। জান নিকাল গিয়া! জান নিকাল গিয়া! হামারা কোম্মর—কোম্মর! (গোবরার প্রতি) চুপ কর—চুপ কর—শয়তান হামকো মারো মত—আউর দোহাজার দেগা—থামো। ইয়ে ভগবান! দশহাজার রূপেয়া তোমকো দেগা, চুপ করো। (সাহেবের প্রতি) খোদাবন্দ! মেহেরবান! হাম মরনে বয়ঠা—ওহো—হামারা কোম্মর। হাম এই হাতমে দো ক্রোর রূপেয়া কামায়া—হাম মরণে নেই মাংতা—আপকো সাম্নেমে বোলতা—আপকো গাওয়া বানায়কে বোলতা—ও শয়তানকো হাম দশ হাজার রূপেয়া দেগা—হামারা জান বাঁচানে বোলো! ও চুরী নেহি কিয়া, ও দো হাজার উস্কো হাম দে দিয়া রহা—ঝুট নালিস কিয়া—ওহো!

পু। (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) It is hard labor really! I am perspiring all over like a horse!

ল। আপকো সাম্নামে বোলতা—আপ হামারা সাৎ আদমী ভেজো—হাম দশ হাজার রোপেয়া উস্কো কুটীমে ভেজ দেঙ্গে।

পু। (গোবরার উদ্দেশে) All right! you will have the money! stop! চুপ করো।

গো। (বাদন থামাইয়া) তাতো ঠিকই—বেশতো। টাকা দেবেইতো—বড় মানুষ হবইতো—ছাঁচি পান খাবইতো।

ল। ইয়ে ভগবান! জান গিয়া।

পু। My God! it is terrible work.

ক। (হাঁপাইয়া) ইয়ে আল্লা! এতো তাকুত কি কাম!

পু। (মাড়ওয়ারীর প্রতি) তোম দশ হাজার রূপেয়া উন্‌কো আবি দেগা?

ল। আবি দেগা হুজুর! এক মিনট দের নেহি হোগা। আপ্‌কো সাম্নামে বোলতা—নেহি দেয়তো হামকো ফাটক দেনা। উন্‌কো বেঁহালা রাখনে বোলো।

পু। (কনষ্টেবলের প্রতি) বাবুকো সাত যাও। রূপেয়া লেকে ইস্কো ঘর পঁহুছায় দেও।

ক। যো হুকুম গরিপ্পা!

ল। হুজুর! উস্কো বোল দেনা—ষড়কমে মৎ বাজানে।

পু। এই দেখো! ষড়কমে ও Violin আউর মত বাজাও।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। বাজাবইতো।

(একেবারে প্রবল বাদন—সকলের প্রবল নৃত্য)

ল। ইয়ে ভগবান! ফিন? ও, মর গিয়া।

পু। (গোবরার প্রতি) এই সবুর—সবুর—চুপ—চুপ কর। (গোবরার নিবৃত্ত হওন) আর বাজিও না। বাবু দশ হাজার টাকা দেবে, এই পাহারাওয়ালা তোমার বাড়ীতে পঁহুছে দেবে। তোমার বাড়ী কোথায়?

গো। সন্তোষপুর। খ্যামার বাড়ীর কাছে—ছোট বাবুদের পেরজা। তাতো ঠিকই—বেশতো। বাজাবইনাতো।

পু। (কনষ্টেবলের প্রতি) যাও, যাঁহা হোয় রূপেয়া উস্কো ঘরমে পঁহুছায়কে আও।

[ইন্‌স্পেক্টর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পু। Something strange indeed! Well, I mustn't speak abont this to anybody, or they would make a capital fool of me.

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—o—

[পদ্মনস্করের বাটীর বহির্ভাগ]

সামিয়ানা-নিম্নে বিবাহ-মণ্ডপ।

(পুরোহিত, লোহিত বস্ত্র পরিহিতা খ্যামা, বরণডালা হস্তে খ্যামার মা, দুই চারিজন প্রতিবাসী উপবিষ্ট। সম্মুখে পদ্মনস্কর ও ছোট বাবু কথোপকথনে নিযুক্ত।)

ছো। বল কি?

প। সত্যি বলছি ছোটবাবু।

ছো। বল কি? তাও কি কখন হয়? দশ হাজার টাকা গোবরা রোজগার করে এনেছে?

প। কাল সন্ধ্যের পর কলকেতা থেকে একেবারে আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত। এক হাতে এক ঠোঙা জিলিপী—এক খানা পুরোণো খাঁয়লা। তফাতে একজন চৌকিদার—তার কাছে নগদ দশহাজার টাকা। আমাকে গোবরা বল্লে, আমার মাকে ডেকে পাঠাও—আমার টাকা ঘরে তোল—খ্যামাকে জাগাও, তাকে জিলিপি খাওয়াও—আর এখুনি তার সঙ্গে আমার বে দাও। ওর মাকে তো ডেকে পাঠালুম—সে এল। তারতো দেখে শুনে দাঁত কপাটী। জিগ্যেস কল্লে বলে—মৃগনাভির চাষ করে এত টাকা জমিইছি—আর হাসে।

ছো। ভগবান কাকে কি রকমে দেন তা কে বলতে পারে!

প। আর ছোটবাবু! মজার কথা এই, সেই ব্যায়লা খানা বাজালে—যার কাণে সে শব্দ যায়, সেই নাচে—

ছো। দূর!

প। সত্যি বাবু! বিশ্বাস না হয়, একটু দাঁড়াও—সে এখনই আস্‌বে।

ছো। বের লগ্ন কখন?

প। আর আধ ঘণ্টা দেরী—অই যে গোবরা আসচে—সঙ্গে একজন বাবু! ও আবার কে—

(বেহালা হস্তে গোবরা ও নটবর সরকারের প্রবেশ।)

ন। দেখ বাবু! এই এতদূর তোমার নাম শুনে খুজে খুজে আমি এসেছি—আমাকে ওখানি দাও—আমি ৫০০৲ টাকা দোব।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। ৫০০০৲ টাকা দেবেইত। দণ্ডবৎ ছোটবাবু! বলেছিলুম রোজগার কর্‌ব—কর্‌ব—কর্‌ব, বড় মানুষ হব—হব—হব, তামাক খাব—খাব—খাব। দেখ ছোটবাবু! রোজগার করে এসেছি। খুব মৃগনাভির ফসল হয়েছে।

ন। (গোবরার প্রতি) বাপু! আমার কথাটার জবাব দাও।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। ব্যায়লাতো দোবই—টাকাতো নেবই।

ছো। (নটবরের প্রতি) মশায়! কতদূর থেকে আপনার আসা হয়েছে?

ন। কলকেতা থেকে

ছো। কি প্রয়োজনে ?

ন। অই ব্যায়লাখানি কিনব বলে। ৫০০০৲ টাকা দর দিয়েছি।

ছো। অই ব্যায়লা বাজালে লোকে নাচে শুনিছি। আপনি ওখানি নিয়ে কি করবেন ?

ন। মশায় ! আমি কলকেতার একটী থিয়েটারের ম্যানেজার। Dancing মাষ্টারের (যে নাচ শেখায়) গুতোয় আমাকে থিয়েটার 'মা' বলে ছাড়বার উজ্জুগ কত্তে হচ্ছে। একটী রাশ টাকা মাইনে দিই, সকলের আগে দিই, তবু তাঁর চোক রাঙানি—ছেড়ে যাবে। বলেছে এই ভাদ্দর মাসের শেষ হলেই চলে যাবে। কোথাকার রাজা নাকি রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়ে নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে, আমার Dancing মাষ্টারের, অপেক্ষায় বসে আছে। এই এক কারণ—আর এক কারণ—এখন হামেসা আমাদের দলে অনেক মাগী আসে বাপু ! তাদের কোমর লোহা দিয়ে বাঁধান, তার ওপর ইস্পাতের দাগরাজী করা—কার বাবার সাধ্যি সে কোমর বাঁকায় কি কাঁপায়। দীনবন্ধু বাবুর কলেখাঁ কামানের মত শক্ত—এ কোড়। এই দুই কারণে মশায় ও ব্যায়লাখানির দরকার। Dancing মাষ্টারের হাত এড়ান, আর সে মাগীদের সহজে নাচান।

প। (ছোটবাবুর প্রতি জনান্তিকে) ৫০০০৲ টাকা--অই পুরোণো কাটখানার দাম ? আপনি এখুনি টাকা দিয়ে নিন—গোবরার মতামতের দরকার নেই।

ছো। বেশতো.গোবরা, বাবুকে ব্যায়লা খানা ব্যাচনা, টাকা পাবি।

গো। তাতো ঠিকই—বেশতো। বায়লা বেচবইতো—টাকা পাবইতো। একবার তবে জন্ম শোধ বাজিয়ে নিই—।
(বেহালা বাদন—সকলের নৃত্য।)

ছো। আরে ছি ছি ছি—নাচ্চি কিরে ? পাগল হলুম নাকি'।

খ্যা-মা। ওমা গোবরার স্থমুখে, জামায়ের স্থমুখে, ওনাদের স্থমুখে, এত নাচ পাচ্চে কেন গো। কি নজ্জা !. ওমা আরও নাচ্চি যে—পালাই বাপু। আয় খ্যামা !

[নাচিতে নাচিতে খ্যামা ও খ্যামার মার প্রস্থান।

সু। (নাচিতে নাচিতে) ওঁ বিষ্ণু—ওঁ বিষ্ণু—ওঁ বিষ্ণু—ও তদ্বিষ্ণু পরমং পদং—কিঞ্চিৎ গঙ্গোদকের প্রয়োজন, আনয়ন করি।

[প্রস্থান।

প। (নাচিতে নাচিতে) ছোটবাবু ও নটবরের প্রতি) যদি পায়ের ধুলো দিলেন তো ভেতরে এসে একটু বিশ্রাম করে কৃতার্থ করুন।

ছো ও ন। (নাচিতে নাচিতে) চল—

[নাচিতে নাচিতে ছোটবাবু, নটবর. পদ্মনস্কর, প্রতিবাসী ও প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[পরিস্থান।]

অপ্সরাগণ।

গীত।

দেখলে তো সব নাচের কারখানা—
নাচালে যে—নাচলেনা সে—নাচলে যারা বেগানা !
বুঝে দেখ নাচের মজাটা—
ঘড়িক্কে ছুটল ঘোড়া—জোড়া জোড়া পা—
তার তিন চার নেই—সব একাকার—
গায়ে গায়ে গা !!
এখন হাস্‌তে হাস্‌তে আস্তে আস্তে
ঘরে ফিরে যাও ভাই !
পথে, নাচের ফেরে পোড়োনা !!

যবনিকা।

